চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:০৪.০২.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

খাল খননের মাধ্যমে চট্টগ্রামকে জলাবদ্ধতা মুক্ত করা হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম মহানগরীর দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে খাল খনন কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রবর্তিত খাল খনন কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় নগরীর প্রাকৃতিক জলপ্রবাহ পুনরুদ্ধার করে জলাবদ্ধতা মুক্ত চট্টগ্রাম গড়ে তোলাই বর্তমান উদ্যোগের মূল লক্ষ্য বলে তিনি উল্লেখ করেন। বুধবার নগরীর খুলশী লেকসিটি আবাসিক এলাকার কৈবল্যধামের পেছনে কালির ছড়া খাল খনন কর্মসূচির উদ্বোধনকালে মেয়র এসব কথা বলেন। তিনি জানান, নগরীর খালগুলো দখল, ভরাট ও অপরিকল্পিত স্থাপনার কারণে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে দখলমুক্তকরণ ও নিয়মিত খনন—এই দুইটি কাজ একসঙ্গে চালানো হচ্ছে। নগরীর জলাবদ্ধতা প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম শহরের অন্যতম প্রধান সমস্যা এখন জলাবদ্ধতা। বর্ষা মৌসুম এলেই ফরিদার পাড়া, বহদ্দারহাট, চান্দগাঁও, বাকলিয়া, মুরাদপুরসহ বিভিন্ন এলাকা পানিতে তলিয়ে যায়। এই সমস্যা সমাধানে সিটি কর্পোরেশন খাল পুনরুদ্ধার, নালা পরিষ্কার এবং পানি প্রবাহের পথ উন্মুক্ত রাখতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। “প্রাকৃতিক খালগুলোই ছিল চট্টগ্রামের পানি নিষ্কাশনের প্রধান মাধ্যম। সেগুলো পুনরুদ্ধার করা গেলে অল্প সময়ে জলাবদ্ধতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে। কালির ছড়া খাল খনন তারই একটি অংশ। পর্যায়ক্রমে নগরীর সব গুরুত্বপূর্ণ খাল পরিষ্কার ও খনন করা হবে।”তিনি জানান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ) বর্তমানে নগরীর ৩৬টি খালে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং অবশিষ্ট ২১টি খাল পরিষ্কার ও খননের দায়িত্ব চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন গ্রহণ করবে। তবে শুধু খাল খনন করলেই হবে না—খাল রক্ষা, দখলমুক্ত রাখা এবং বর্জ্যমুক্ত রাখতে নাগরিকদের সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি বলে তিনি উল্লেখ করেন। খাল দখলকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে কেউ যাতে খাল ভরাট বা দখল করতে না পারে সে বিষয়ে কঠোর নজরদারি করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। মেয়র নগরবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, খাল ও নালায় পলিথিন, প্লাস্টিক এবং অন্যান্য আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে হবে। এসব বর্জ্যই জলাবদ্ধতার অন্যতম প্রধান কারণ। পলিথিনের কারণে অনেক স্থানে খালের পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যা নগরবাসীর দুর্ভোগ বাড়িয়ে তুলছে। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে জিয়াউর রহমানের খাল খনন কর্মসূচির বিকল্প নেই মন্তব্য করে মেয়র বলেন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ এবং জলাবদ্ধতা নিরসনে খাল খনন একটি কার্যকর ও সময়োপযোগী উদ্যোগ। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান গ্রামবাংলার কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক খাল খনন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। তার সেই দূরদর্শী উদ্যোগের ফলে এক সময় বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে এগিয়ে গিয়েছিল। বর্তমান বাস্তবতায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং কৃষি খাতকে আরও শক্তিশালী করতে সেই ঐতিহাসিক কর্মসূচি পুনরায় কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা জরুরি।

তিনি আরও বলেন, খাল খননের মাধ্যমে একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব, অন্যদিকে নগর ও গ্রামীণ এলাকায় জলাবদ্ধতা হ্রাস, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং পানি সংরক্ষণ কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের এই সময়ে পানিসম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ইখতিয়ার উদ্দিন চৌধুরী, ম্যালেরিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা শরফুল ইসলাম মাহি, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রণব শর্মা, মেয়রের জলাবদ্ধতা নিরসন বিষয়ক উপদেষ্টা শাহরিয়ার খালেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী আনু মিয়া, আবু তাহের, সিটি কর্পোরেশনের অন্যান্য কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় এলাকাবাসী।

স্কুল হেলথ ক্লিনিক উদ্বোধনকালে মেয়র
স্কুল হেলথ কার্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে স্কুল শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিশ্চিত করতে স্কুল হেলথ ক্লিনিক কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। মঙ্গলবার পাথরঘাটা সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্কুল হেলথ কার্ড কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে ১৭০ জন শিক্ষার্থীকে চেকআপ করেন মেয়রসহ চসিকের স্বাস্থ্য বিভাগের একটি টিম। অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন দেশের স্বনামধন্য শিশু বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডা. প্রণব কুমার চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ডা. কিসিঞ্জার চাকমা, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা.

ইমাম হোসেন রানা, শিক্ষা কর্মকর্তা নাজমা বিনতে আমিন, ডা. হোসনে আরা, সাবেক কাউন্সিলর ইসমাইল বালি, অধ্যক্ষ আবু তালেব বেলাল, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আক্তার হোসেন, স্কুল হেলথ কার্ড পরিচালনা কমিটির সদস্য ইমরানুল হক, অধ্যক্ষ আবুল কাশেম, অধ্যক্ষ শাহেদুল কবির চৌধুরী, সুকুমার দেবনাথ, অধ্যক্ষ মাহাফুজুর রহমানসহ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের বিশিষ্টজনেরা। দেশে প্রথমবারের মতো চট্টগ্রামে 'স্টুডেন্টস হেলথ কার্ড' চালুর কথা উল্লেখ করে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র বলেন, আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা আমাদের মৌলিক দায়িত্ব। প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সিস্টেমের মাধ্যমে শিশুদের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা একটি মৌলিক অধিকার। শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষা শুধু অভিভাবকদের দায়িত্ব নয়, প্রতিষ্ঠান ও সিটি কর্পোরেশনেরও দায়িত্ব। প্রাথমিকভাবে সিটি কর্পোরেশনের পাঁচটি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে আমরা স্কুল হেলথ কার্ড কার্যক্রম শুরু করেছি। এই কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে সিটি কর্পোরেশনের অন্যান্য স্কুলেও হেলথ কার্ড চালু করা হবে। এই হেলথ কার্ডের মাধ্যমে শিশুদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, টিকাদান ও চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করছি আমরা। "এসব তথ্যের আলোকে বাছাই করা ১৭০ জন শিক্ষার্থীকে আজকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হল। এই কার্ডের আওতায় বিভিন্ন সেবার আওতা বাড়াতে আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করছি। এই হেলথ কার্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবার চট্টগ্রামের অন্তত ১২টি স্বনামধন্য ডায়াগনস্টিক ল্যাবে ৪০ শতাংশ ছাড়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ পাবে। পাশাপাশি, কোনো শিক্ষার্থী বা তার পরিবারের সদস্য বেসরকারি ক্লিনিকে ভর্তি হলে সেখানেও বিশেষ ছাড় সুবিধা পাওয়া যাবে। " মেয়র আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়মিত মূল্যায়নের পাশাপাশি হেলথ কার্ডের মাধ্যমে আগাম রোগ শনাক্তকরণ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি সম্ভব হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই উদ্যোগ শুধু চট্টগ্রাম নয়, দেশের অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যও একটি রোল মডেল হিসেবে কাজ করবে। স্টুডেন্টস হেলথ কার্ডে শিক্ষার্থীর নাম, জন্মতারিখ, বিদ্যালয়ের নাম, শ্রেণি, অভিভাবকের নাম ও যোগাযোগের তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ৫ থেকে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত মোট ১৪ বার স্বাস্থ্য পরীক্ষার রেকর্ড এই কার্ডে অন্তর্ভুক্ত থাকছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ওজন, উচ্চতা, দাঁত, চোখ-কান, ত্বক ও চুলের অবস্থা, রক্তচাপ এবং হিমোগ্লোবিনের তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকছে। কার্ডের পৃথক অংশে টিকাদান সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা হবে, যেখানে বিসিজি, পোলিও, হেপাটাইটিস-বি, এমআর, পেন্টাভ্যালেন্ট, টায়ফয়েড, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও র‍্যাবিসসহ গুরুত্বপূর্ণ টিকার রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত থাকছে। শুধু স্বাস্থ্য পরীক্ষা নয়, এই কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো হবে। একই সঙ্গে পরিচ্ছন্নতা, ময়লা-আবর্জনা ব্যবস্থাপনা এবং প্লাস্টিক ও পলিথিন ব্যবহারে সচেতন করে ছোটবেলা থেকেই একটি সাস্টেইনেবল ও হেলদি সিটি গড়ে তোলার শিক্ষা দেওয়া হবে বলে জানান মেয়র।

চট্টগ্রামকে হেলদি সিটি বানাতে রেড ক্রিসেন্টকে ভূমিকা রাখতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রামকে একটি হেলদি ও মানবিক নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিকে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, মানবিক সেবা, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় রেড ক্রিসেন্টের অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতা চট্টগ্রামের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মঙ্গলবার টাইগারপাসস্থ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান ডা. হালিদা হানুমের নেতৃত্বে আগত একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মতবিনিময়কালে মেয়র এসব কথা বলেন। মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, মানবিক সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রেড ক্রিসেন্টের সদস্যরা সবসময় সমাজের বিপন্ন ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। দুর্যোগকালীন সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা, রক্তদান, প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমে রেড ক্রিসেন্টের অবদান প্রশংসনীয়। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, ভবিষ্যতেও এই ঐতিহ্য বজায় রেখে রেড ক্রিসেন্ট চট্টগ্রামবাসীর সেবায় আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। তিনি আরও বলেন, একটি হেলদি সিটি গড়ে তুলতে শুধু অবকাঠামো উন্নয়ন নয়, স্বাস্থ্য সচেতনতা, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা, পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি ও মানবিক মূল্যবোধ, এই সবকিছুর সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে রেড ক্রিসেন্টের সঙ্গে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন যৌথভাবে কাজ করতে আগ্রহী। প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও সহযোগিতা দিতে চসিক সবসময় প্রস্তুত থাকবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম একটি ঘনবসতিপূর্ণ মহানগর। এখানে স্বাস্থ্যঝুঁকি, দুর্যোগ ও মানবিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সিটি কর্পোরেশন, রেড ক্রিসেন্টসহ সকল স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠনের সম্মিলিত উদ্যোগ অপরিহার্য। আমরা চাই, রেড ক্রিসেন্ট তার দক্ষ স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে চট্টগ্রামকে একটি হেলদি, নিরাপদ ও মানবিক নগরীতে রূপান্তরের অংশীদার হোক। মতবিনিময়কালে রেড ক্রিসেন্টের চেয়ারম্যান ডা. হালিদা হানুম বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা ও মানবিক কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণ করা সম্ভব। তিনি চট্টগ্রামকে হেলদি সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে রেড ক্রিসেন্টের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রেড ক্রিসেন্টের চট্টগ্রাম সিটি ইউনিটের ভাইস চেয়ারম্যান এম. এ. ছালাম, ডেপুটি সেক্রেটারি মেজর (অব.) রেজা আহমেদ, চট্টগ্রাম সিটি ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক গোলাম বাকি মাসুদ, সিডিএর বোর্ড সদস্য জাহিদুল করিম কচি, ডা. এস এম সারোয়ার আলম, সদস্য ফারহানাজ মাবুদ, নিজামুল আলম, জিয়াউল হক সোহেল, মেহেদী হাসান রায়হান, আব্দুর রহিম, রেড ক্রিসেন্ট ইয়ুথ কমিটির মো. সাহাফ, তানজুম, নিজাম উদ্দীন প্রমুখ।

পোলেন্ডের বিনিয়োগে ভোকেশনাল ইন্সটিটিউশন গড়ে তুলবে চসিক
— মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রামে কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রসারে একটি আধুনিক ভোকেশনাল ইন্সটিটিউশন গড়ে তুলতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে পোলেন্ডের প্রতিষ্ঠান ইজো সেরওইস। মঙ্গলবার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ে পোল্যান্ডের প্রতিষ্ঠান ইজো সেরওইস (Izo Serwis)–এর ভাইস প্রেসিডেন্ট জ্যান কোয়ালসিক (Jan Kowalczyk), দ্য অ্যাকাডেমি অফ ট্যুরিজম অ্যান্ড হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইন গডানস্ক–এর ইন্টারন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী মোঃ সানায়েত হাসান এবং ইনসাইটস অটোমেটা–এর সিইও মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে চট্টগ্রামের তরুণ-

তরুণীরা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে বলে জানান তারা। সভায় প্রতিনিধিরা জানান, প্রস্তাবিত ভোকেশনাল ইন্সটিটিউশন গড়ে তুলতে আধুনিক কারিকুলাম, ইন্ডাস্ট্রি-লিংকড ট্রেনিং ও আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রাম কারিগরি শিক্ষার একটি আঞ্চলিক হাবে পরিণত হতে পারে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি। শুধুমাত্র একাডেমিক শিক্ষা নয়, বাস্তবমুখী ও চাহিদাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে তরুণদের কর্মসংস্থানের উপযোগী করে তুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে পোল্যান্ডের বিনিয়োগ ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব চট্টগ্রামের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। সভায় আলোচনায় উঠে আসে, প্রস্তাবিত ভোকেশনাল ইন্সটিটিউশনে শিল্পকারখানা, প্রযুক্তি, পর্যটন, হোটেল ম্যানেজমেন্টসহ বিভিন্ন খাতভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষার্থীরা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। মেয়র আরও বলেন, “চট্টগ্রাম একটি বাণিজ্যিক ও বন্দরনগরী। এখানকার তরুণদের যদি আন্তর্জাতিক মানের দক্ষতায় গড়ে তোলা যায়, তাহলে তা শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে নয়, নগর ও জাতীয় অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আমরা চাই, এই ভোকেশনাল ইন্সটিটিউশন চট্টগ্রামের দক্ষতা উন্নয়নের একটি রোল মডেল হয়ে উঠুক।”

চট্টগ্রামের পরিবেশগত উন্নয়নে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে
— মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রামের পরিবেশগত উন্নয়ন ও জলবায়ু সহনশীল নগর গড়ে তুলতে সরকারি-বেসরকারি সব সংস্থা এবং সাধারণ জনগণকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, একটি পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও টেকসই চট্টগ্রাম গড়ে তুলতে হলে স্থানীয় সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মঙ্গলবার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ে অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল এর একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মতবিনিময়কালে মেয়র এসব কথা বলেন। মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, চট্টগ্রাম একটি ঘনবসতিপূর্ণ উপকূলীয় মহানগর হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি এখানে তুলনামূলকভাবে বেশি। নগরীর পরিবেশ রক্ষায় নদী, খাল ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাকে পরিচ্ছন্ন ও কার্যকর রাখা অত্যন্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে নাগরিক নেতৃত্বে পরিচালিত উদ্যোগ এবং প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান (Nature-based Solutions) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি অক্সফাম প্রতিনিধিদলকে পরামর্শ দেন, তাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচিতে চট্টগ্রামের নদী, খাল ও নালা সংরক্ষণ, জলাবদ্ধতা নিরসন এবং জলবায়ু সহনশীল ড্রেনেজ ব্যবস্থার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে। মেয়র বলেন, “সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ রক্ষার উদ্যোগ তখনই সফল হবে, যখন নাগরিকরা সচেতন হয়ে এতে অংশ নেবে।”মতবিনিময় সভায় জানানো হয়, অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপকূলীয় নগরীগুলোতে নাগরিক নেতৃত্বে ও ইকোসিস্টেমভিত্তিক জলবায়ু অভিযোজন কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এই কর্মসূচি সফল হলে জাতীয় ও স্থানীয় এনজিও এবং বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করে স্থানীয় নগর সম্প্রদায়ের সঙ্গে যৌথভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কাজ করা হবে। অক্সফাম প্রতিনিধিদলে উপস্থিত ছিলেন সংস্থাটির বাংলাদেশে ক্লাইমেট জাস্টিস প্রধান ড. মোহাম্মদ এমরান হাসান এবং এশিয়া প্রোগ্রাম ম্যানেজার এনামুল মাজিদ খান সিদ্দিকী। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল চট্টগ্রামের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী ইশতিয়াক উর রহমান। সভায় মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন আশা প্রকাশ করেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও অক্সফাম ইন্টারন্যাশনালের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে চট্টগ্রামকে একটি সবুজ, পরিচ্ছন্ন ও টেকসই নগরী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮